২৮-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — কলিযুগের সবাই রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ । সকলে জীবন-বন্ধনে বেঁধে আছে, এখন তাদের জীবন মুক্ত করতে হবে।"

প্রশ্ন :- তোমরা ব্রাহ্মণরা কোন্ উত্তরাধিকার লাভ করছ যা সমস্ত মানব আত্মারাও লাভ করছে?

উত্তর :- সকলে জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছ, তাই তোমাদের ২১ জন্মের জীবন মুক্তির বর্সা প্রাপ্ত হয়, বাকি সকলের নিজ নিজ ধর্মে প্রথমে জীবন মুক্তি অর্থাৎ প্রথমে সুখ তারপর দুঃখ প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে অর্ধ সময় সুখ ভোগ করে, আর অর্ধ সময় দুঃখ ভোগ করে । সকলে স্বর্গসুখ লাভ করতে পারে না । কারণ এই সুখ লাভ করতে হলে তাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, এই পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

গীত :- হৃদয় দর্পনে তোমার মুখ দর্শন করো, হে প্রাণী.....

ওম্ শান্তি । কে বলল ? নিজের হৃদয় রূপী দর্পণে দেখো, কত পাপ আর কত পূণ্য জমা হয়ে আছে অর্থাৎ পাঁচ বিকারকে তুমি কতটা জয় করতে পেরেছ ! শ্রীনারায়ণকে বরণ করার মতো আমরা কি যোগ্য হয়েছি ? কেননা জীবন মুক্তি বা স্বর্গের মালিক তো রাজা রানীও হয় আবার প্রজারাও হয় । তাহলে দর্পনে নিজেকে দেখতে হবে মাতাপিতা সমান আমরা সেবা করতে পারি ! এটাতো কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো যে, এখন কলিযুগ আর সবাই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ । একজনও জীবন মুক্তিতে নেই । তোমরাও জীবন বন্ধনে ছিলে; এখন জীবন মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা পুরুষার্থ করাচ্ছেন ।বাবা বুঝিয়েছেন - এই সময়ে মানুষ মাত্রই জীবন বন্ধনে বেঁধে আছে, কেননা এটা কলিযুগ। রাবণের শৃঙ্খলে সব আবদ্ধ, কলিযুগ অর্থাত্ জীবন বন্ধন দশা । রাবণের শেকলে তারা বাঁধা । কলিযুগ হলো জীবন বন্ধন, সত্যযুগ জীবন মুক্তির । রামরাজ্যে রাজা, রানী এবং প্রজারা সবাই জীবন মুক্ত হয় । রাবণ রাজ্যে রাজা, রাণী এবং প্রজারা জীবন বন্ধনে বাঁধা থাকে । এই সময়ে মানুষমাত্রেই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ, তমোপ্রধান এবং দুঃখীও। এখন সবাইকে সতোপ্রধান হতে হবে । সত্যযুগের সাথে শুরু হয় সতোপ্রধান অবস্থা । প্রত্যেক আত্মাকে নিজের নিজের পার্ট অভিনয় করতে হবে । আত্মা যখন শান্তিধাম থেকে এসে নিজ ধর্মে প্রবেশ করে সে জীবনমুক্ত থাকে। সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে তো কাউকেই জীবন বন্ধন বলা যাবে না কেননা ওখানে রাবণ রাজ্য হয়ই না । কলিযুগেই রাবণ রাজ্য হয় । সমগ্র পৃথিবীতে জীবন বন্ধনের রাজত্ব । এমনকি আদি সনাতন দেবী দেবতার ধর্মে যে নাম্বার ওয়ান ছিল সেও জীবন বন্ধনে বেঁধে আছে । এখন জীবন মুক্ত হতে চলেছে । জীবন মুক্তির অর্থ এটা নয় যে সবাই ত্রেতাযুগে বা সত্যযুগে এসে যাবে । না এরকম নয় । রাবণের দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়াই জীবন মুক্তি । মানুষ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না । মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণধামে সবাইকে বাবা নিয়ে যান । প্রথমে সবাই মুক্তিতে যাবে তারপর জীবনমুক্তিতে যাবে নম্বর অনুযায়ী, ধর্ম অনুসারে প্রবেশ করবে । এমনও না যে সত্যযুগে না এলে জীবন মুক্ত বলা যাবে না। প্রথম প্রথম তো যারাই নিজের ধর্মের অন্তর্গত থাকে , তারা জীবন মুক্তিতে থাকে । আত্মাদের প্রথমে সতোপ্রধান হতে হবে, তারপর সতো রজো তমোতে আসতে হবে । প্রত্যেকটা জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়, পুরানো থেকে আবার নতুন

হয় । এই সময় সাধু সন্ত সবাই জীবন বন্ধনে আছে । আসলে এইটা হলো কলিযুগ, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবা আসেন । ওঁনাকেই বাবা বলা হয়, তারপর তাঁকে মহাকালই বলো বা অন্যকিছু, তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিববাবা । তোমরা বাবা- বাবা বলে ডাকো । তোমরা বলো গড ফাদার, পরমপিতা, পরমাত্মা । বাবা বোঝান, আমি এসে বাচ্চাদের মুক্তি, জীবনমুক্তি দুটোই প্রদান করি । যারা প্রথমে আসে তারা অবশ্যই সুখে যাবে আর যারা পরে, তারা দুঃখে । মুক্তির পরে জীবনমুক্তিতে যাবে । একদম শুরুতে তোমরা নিশ্চয়ই সুখের অনুভব করো । বাবা সবাইকে সুখের বর্সা দেন কিন্তু কারও কারও মাত্র এক জন্মের জন্য সুখ থাকে। তারা এসে স্বল্পকালীন সুখলাভ করতে করতেই মৃত্যু হয়ে যায় । ড্রামাতে তাদের পার্ট মাত্র এইটুকুই আছে । জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । এমনকি এখনও তারা আসছে, কিন্তু তারা এখানে দীর্ঘ সময় থাকেনা কারণ বিনাশ সমুখে দাঁড়িয়ে । এমনকি নতুন যারা আসছে তারা কলিযুগে আসলেও কিন্তু এসেই শুরু থেকে দুঃখ ভোগ করবে না । তাদের কোনও না কোনও যোগ্য মান অবশ্যই থাকবে । মুক্তিধাম থেকে সবসময় জীবনমুক্তিতে যেতে হয় । মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে তোমরা সুখে আসবে, তারপর দুঃখে যাবে । এই সময় প্রত্যেকের অধোগতি অবস্থা প্রাপ্ত হয় । নিজের সুখ আর দুঃখের পার্ট অভিনয় করে সবাই মুক্তি আর জীবনমুক্তিতে যাবে । ভায়া (via) মুক্তি । তোমরা যাবে তারপর অবশ্যই নীচে আসবে । সারা বিশ্বের মানুষ আবারও সেই ধর্মে আসবে পূর্বে যেমন এসেছিল । রাজা জনকেরও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল । তার অর্থ এমন নয় যে, এই সময় রাজত্ব নেই । তারাও শেষে এসে অবশ্যই জ্ঞান গ্রহণ করবে । জীবনমুক্তি তোমরা সবাই প্রাপ্ত করো কিন্তু পুরুষার্থ করার নম্বর অনুযায়ী । যারা অন্য ধর্মের তাদের জন্য বলা হয় পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী আর ধর্ম অনুযায়ী তারা জীবনমুক্তি লাভ করবে । দেবী দেবতা ধর্মের যারা অন্যান্য ধর্মে চলে গেছে তারা সব বেরিয়ে আসবে । সবাইকে ফেরত আসতে হবে । প্রথমে তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে । বাস্তবে, সবাই ব্রহ্মার সন্তান কিন্তু সকলে ব্রাহ্মণ হতে পারবে না । যারা ব্রাহ্মণ হবে তারা ২১ জন্মের জীবনমুক্তি লাভ করবে ।রাজ সিংহাসনের অধিকার নিতে হলে রাজযোগ শিখতে হবে । এইটা হলো পাঠশালা । পাঠশালায় শিক্ষা নিতে হয় । অনেক নিয়মও আছে , একবার যদি লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়, তোমরা এই পড়া বিদেশে গিয়েও পড়তে পারো । নিশ্চয়ই আমরা শিববাবার সন্তান । বাবার থেকে বর্সা নিশ্চয়ই নিতে হবে । কেউ কেউ পত্রও লেখে, বাবা রাবণের ভূত আমাকে কষ্ট দিচ্ছে । কখনো কখনো কাম -ক্রোধের হাল্কা নেশা এসে পড়ে । বাবা বলেন, এর ওপরে তোমাদের অবশ্যই বিজয় পেতে হবে । এটা তোমাদের যোগবলের লড়াই । তোমরা স্মরণে স্থিত হতে চেষ্টা করবে আর মায়া তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভেঙ্গে দেবে । তাই তো বাবা বুঝিয়েছেন যে, সবাই জীবনমুক্তি লাভ করবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই স্বর্গে যাবে । সবাই মুক্ত হতে চায় । তাহলে ভাবো যারা শেষ সময়ে নিজের নিজের পার্ট অভিনয় করতে আসে, তারা কত দীর্ঘ সময় মুক্তিতে থাকে, তাই না ! কত শান্তি ! ৪৫০০ বছর অথবা ৪৭৫০ বছর তারা শান্তিতে থাকে । সেটাই তাদের পার্ট । তোমরা সুখ আর শান্তি দুইয়েই থাকো । তাদের মতো শুধু সেখানে বসেই থাকবে, এমন শান্তি মানুষ চায় না । চাইলেই তা' পাওয়া যায় না । এই ড্রামা অনাদি, পূর্ব নির্ধারিত । এতে কোনোকিছু পরিবর্তিত হতে পারবে না । অনেকের শান্তি লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা থাকে । তোমাদের সুখের থেকেও তাদের শান্তির প্রাপ্তি অনেক বেশি । তোমাদের সুখ আর শান্তি দুটোই প্রাপ্ত হয় । এখানে সুখ শুধু অল্প কালের, কোনও শান্তি নেই ; এটা হলো দুঃখধাম । জঙ্গলে গিয়ে বাস করলেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়না । যদি ওখানে শান্তি থাকত তাহলে তারা ওখানেই থাকত, শহরে এসে এতসব ফ্ল্যাট ইত্যাদি কেন বানাতো ? ওখানে সত্যযুগে তো কেবল শান্তি আর শান্তি । যারা শেষে আসে তারা ভাবে যে এখানে

শুধুই অশান্তি । অন্যেরা অশান্তিতে আছে বুঝতে পারলেও কিন্তু তারা নিজেরা শান্তিতে থাকে অর্থাত্ সর্বদা তাদের শান্তি অনুভূত হয় । এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে । সকলের জীবন মুক্তির প্রাপ্তি হয় । ২১ জন্ম তোমরা রাজ্য শাসন করো, বাকিরা পরে আসে । তারা ওপরে শান্তিতে থাকে । শান্তিধাম থেকে কেউ কেউ সত্যযুগের শেষে অথবা ত্রেতাযুগেও আসে । ওখানে কোনো দুঃখ নেই । তোমরা নম্বর অনুযায়ী আসবে, হিসাব কিতাব তো আছে, তাই না ! মানুষ ভাবে সায়েন্স খুব শক্তিশালী । আমরা বলি, আমাদের সাইলেন্স সবথেকে শক্তিশালী । বাবার স্মরণের দ্বারাই আমরা শক্তি লাভ করি । তারা সায়েন্সের শক্তিসহযোগে ওপরে চাঁদে পৌঁছানোর পুরুষার্থ করে, তোমরা সেখানে সেকেন্ডে সূর্য, চাঁদের থেকেও ওপরে চলে যাও । মুলবতন, সূক্ষবতনের থেকে ওপরে তো কিছু নেই । সূর্য, চাঁদের অনেক অনেক ঊর্ধে মুলবতন আর সূক্ষবতন । যাই হোক এটা কেউ জানতে পারে না । এই সব হলো বিস্তারিত কথা অর্থাত্ ডিটেলে বলা । সূর্যবংশী রাজা রানী হওয়ার ভাগ্য না থাকলে কিছু বুঝতে পারবে না, আর কাউকে বোঝাতেও পারবে না । কেউ এমন বলতে পারেনা যে, মুক্তি এবং জীবনমুক্তির জ্ঞান আমার আছে (রাজা জনকের উদাহরণ) । সবাইকে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে ।এই সময়ে রাবণ সবাইকে জেলবন্দী করে রেখেছে, এখন রাম এসেছেন সবাইকে মুক্ত করতে । বাবার দ্বারা তোমরা নিমিত্ত হয়েছ, সবাইকে রাবণের কবল থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তি দিতে । তোমাদের শিবশক্তি সেনা নাম, প্রসিদ্ধ । এই ড্রামার শেষ সময়ের দিকে তোমাদের নাম অনেক উঁচুতে হবে । যখন থেকে বাবা এসেছেন তখন থেকেই মাতাদের পদমর্যাদা দুনিয়ায় অনেক উচ্চ হয়েছে । প্রথমে বিদেশে মাতাদের পদমর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল । সেখানে কারও কণ্যা সন্তান জন্মালে তারা খুব খুশি হয়, আর এখানে যদি কণ্যা সন্তান জন্মায় তারা বিছানা সব উল্টে দেয় । এমনকি তারা কন্যাদের বার্থডেও পালন করেনা । এমনিতে তারা কুমারীদের কানাইয়া বলে, বাস্তবে তোমরা সবাই কণ্যা । তোমাদের এটা নব জন্ম । এরপরে নম্বর অনুযায়ী পড়াশোনা । আত্মা আকারে ছোট বা বড় হয় না । শরীর ছোট বড় হয়। কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরে যায়, সকলের ভাগ্যে নেই বলে অন্যান্যরা বুঝতে পারে না । জীবন মুক্তি আর জীবনবন্ধন এই দুটোই এই স্থুলবতনের কথা । সত্যযুগে তোমরা জীবনমুক্ত অবস্থায় থাকো । তারপরে দ্বাপর থেকে তোমরা আবার জীবনবন্ধনপ্রাপ্ত হও । এখন সবাই সুখের সময় ভুলে গেছে, দুঃখে পড়ে আছে । এমন কেউ নেই যে বলতে পারে, আমি ২১ জন্মের সুখ লাভ করেছিলাম । এখন রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে প্রত্যেকে কালিমালিপ্ত বস্ত্রের মতো হয়ে গেছে । ওখানে রাবণ রাজ্য নেই, তাই কিভাবে তাদের কলঙ্কময় বস্ত্র বলা যাবে ! যোগবল এবং ভোগবলের উল্লেখ করা হয় । এখানে যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয় । তোমরা বাচ্চারা রীতিনীতি সব জানো । অন্যদের জানার তো কোন প্রশ্নই নেই । আমেরিকানরা তাদের রীতি-রেওয়াজ জানে । আমরা এখন আমাদের রীতি নীতি জানি । আমরা সত্যযুগের অধিবাসী এবং সেখানে আমাদের রীতি নীতি সব নতুন হবে । আমরা সেটাই অনুসরণ করব, যেমন পূর্ব কল্পেও করেছিলাম । যা আগে হয়েছিল তাই আবারও হবে । বাচ্চারা ধ্যানে বসে নিয়মনীতি দেখে নেয় । কিন্তু উচ্চপদপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থও করতে হবে । যাঁরা ওখানকার রীতিনীতি বলেছেন, সেইসব এখন নেই । তাই এর থেকে কিছু লাভবান হওয়া যায় না। তাই সব কিছুই পড়াশোনার ওপর নির্ভর করছে । যোগ আর জ্ঞান, যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা । জ্ঞান অর্থাৎ চক্র ঘোরানো । এতো খুব সহজ । বাবা বলেন, আমার কাছে তোমাদের আসতে হবে তাই অবশ্যই আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যুর সময় মানুষ রামকে স্মরণ করার কথা বলে, কিন্তু তারা তার মর্মার্থ কিছু বোঝে না। শুধু শ্রীকৃষ্ণ ডাকলেই তো ওখানে পৌঁছানো যাবে না, কারণ বাবাই সবাইকে ঘরে নিয়ে যাবেন । বিকর্ম বিনাশ না করে কি করে

তোমরা ঘরে ফিরে যাবে ? এখন সকলের অন্তিম সময় । তারপর প্রত্যেকে আবার নিজ নিজ সময়ে ফিরে আসবে । এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে । নোট করতে হবে ! মাতাপিতাকে তোমাদের অনুসরণ করতে হবে । মাম্মা কখনো কাউকে কষ্ট দিতেন না । বাবার কাছে অনেকের সম্পর্কে রিপোর্ট আসে যে ম্যানার্স নেই । পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, কত বুদ্ধি দরকার । ভালো চালচলন যাদের তাদের সবাই ভালোবাসে । কেউ কেউ তো খুব হয়রান করে । তারপর নিজেই নিজেকে চপেটাঘাত করে এবং তাইজন্য পদভ্রষ্ট হয়ে যায় । বলাও হয় যে হিন্দুরা নিজেরা নিজেদের চড় মেরেছে । ঈশ্বর, যিনি রাজ্যভাগ্য দিয়েছেন তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । নিজেকে এই চড় মারার জন্য এমন দশা হয়েছে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে, ভগবান বলেন আমি সর্বব্যাপী । কিন্তু ভগবান স্বয়ং বলেন, আমি তোমাদের মতন নই, যে নিজেই নিজেকে চড় মারব ! আমি কি কুকুর বিড়ালের মধ্যে আছি ! বাবা বলেন, তোমরা আমাকে গ্লানিময় করেছ — এটাও ড্রামা । আবার এই রকমই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিপরীত চলন চলা উচিত নয় । ভালো ভালো গুণ ধারণ করতে হবে । মাতাপিতাকে অনুসরণ করতে হবে ।

২) যোগবলের দ্বারা কাম ক্রোধের হাল্কা নেশাও সমাপ্ত করতে হবে । নিমিত্ত হয়ে সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে ।

বরদান :- চিন্তা মুক্ত বাদশার স্থিতিতে স্থির থেকে বায়ুমণ্ডলে নিজের প্রভাব বিস্তারকারী মাষ্টার রচয়িতা ভবঃ

যেমন, বাবার এত বৃহৎ পরিবার হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিন্তামুক্ত বাদশাহ হয়ে আছেন, সব কিছু জেনে, সব কিছু দেখেও চিন্তামুক্ত । এমনই ফলো ফাদার করো । বায়ুমণ্ডলে নিজের প্রভাব বিস্তার করো, বায়ুমণ্ডলের প্রভাব যেন নিজের ওপরে না পড়ে, কেননা বায়ুমণ্ডল হল রচনা আর তোমরা হলে মাষ্টার রচয়িতা । রচনার ওপর রচয়িতার প্রভাব জরুরী । যে কোনও সমস্যা আসুক না কেন স্মরণ করো, আমি বিজয়ী আত্মা, তাহলে সর্বদা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে, ঘাবড়ে যাবে না ।

স্লোগান :- প্রসন্নতার ছায়ার দ্বারা শীতলতার অনুভব করলে নির্মল আর নির্মাণ থাকবে ।